মেহেরপুরে এনটিভির ২২ তম জন্মদিনে ব্যতিক্রমী আয়োজন

ব্যতিক্রম ধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম স্যাটেলাইট চ্যানেল এন টিভির ২২ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে গাংনীর ঢেপা এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপস আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

দোয়া মোনাজাত শেষে এতিমখানার শিশু ও অতিথিবৃন্দ এক সাথে বসে দুপুরের খাবার খান। অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম কুমার গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদউদ্দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির জেলা প্রতিনিধি রাজিবুল হক সুমন সহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ স্যাটেলাইট টেলিভিশনে এনটিভির বিগত দিনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের টেলিভিশন জগতে এনটিভি একটা বিশেষ স্থান অর্জন করেছে, তাদের সংবাদের মান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সাধারণ জনগণের কাছে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। তারা এনটিভির আগামী দিনের শুভেচ্ছা কামনা করেন।

তানভীর আলাদিনের ব্যতিক্রম

প্রেমের উপন্যাস ‘মাথিয়ারার মেয়ে’

অহেতুক ভয় পাওয়া সমস্যার নাম ‘মনোফোবিয়া’। এটিকে আমলে না নেয়া এক জটিল সমস্যা। এই সমস্যার কারনে অনেক যোগ্য ও মেধাবী তার গন্তব্যে পৌছাতে গিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েন। মনোফোবিয়াকেও জয় করা যায়, যদি সঙ্গী হিসেবে ‘নেহা কাজি’র মতো সাহসী কেউ পাশে থাকেন…।

বাসসের সাংবাদিক তানভীর আলাদিনের নতুন উপন্যাস ‘মাথিয়ারার মেয়ে’র অন্যতম একটি চরিত্র হচ্ছে নেহা কাজি।তিনি মনোফোবিয়া সমস্যা দূর করার লড়াইয়ে সংশপ্তক এক যোদ্ধা।

নেহা কাজি মনে করেন- মনোফোবিয়া দূর করতে হলে প্রথমে চাই ভালোবাসা বুকে নিয়ে যুদ্ধজয়ের প্রত্যয়ী মানসিকতা। সেইসঙ্গে ভাঙতে হবে সোস্যাল ট্যাবু। সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে পরিবার ও সমাজের প্রত্যেক স্তর থেকে। অভয়ের গান শুনিয়ে দূর করতে হবে ` অহেতুক ভয়, করতে হবেই মনোফোবিয়া জয়’।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২৪ এ সাহিত্যদেশ প্রকাশনী থেকে আসছে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ উপন্যাসটি (স্টল # ৩৪০ ও ৩৪১)। প্রচ্ছদ শিল্পী ফাহাদ হাসান কাজমী। উপন্যাসটির গায়ের দাম-৩০০/-টাকা।

উপন্যাসিক তানভীর আলাদিন বলেন, এক কথায় যদি বলি তাহলে বলবো- ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ শতভাগ প্রেমের উপন্যাস। তবে গতানুগতিকতা থেকে অনেকটা ব্যাতিক্রম। আমি ঠিক জানি না, আমাদের দেশে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ উপন্যাসটির আগে মনোফোবিয়া সমস্যা নিয়ে কোনো উপন্যাস লেখা হয়েছে কী-না। মনোফোবিয়া নিয়ে আরো বেশি লেখা-লেখির প্রয়োজন আছে। সমস্যাটা সমাজ-সংসারে বিদ্যমান, যা একটু-একটু ভালোবাসার পরিচর্যা দিয়ে সারিয়ে তোলা সম্ভব। তিনি স্বপ্ন দেখেন- মনোফেবিয়া জয়ে ‘মাথিয়ারার মেয়ে’ নেহা কাজির মতো ভালোবাসার পরিচর্যাকারীর সংক্রমণে আক্রান্ত হোক তাবৎ বিশ্ব।

সাহিত্যদেশ’র প্রকাশনীর সত্বাধিকারী শফিক সাইফুল বলেন-‘মাথিয়ারার মেয়ে’ একটি অসাধারণ প্রকাশনা হতে যাচ্ছে। নতুনত্ব আর গল্পগুচ্ছে সাজানো এই উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধতার পাশাপাশি পাঠকগণ মনে হয় সংরক্ষণেও রাখতে চাইবেন অনেকদিন।